রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, মার্চ ৫, ২০২৪

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২১ ফাল্গুন, ১৪৩০ মোতাবেক ০৫ মার্চ, ২০২৪

নিম্নলিখিত বিলটি ২১ ফাল্গুন, ১৪৩০ মোতাবেক ০৫ মার্চ, ২০২৪ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ০৩/২০২৪

গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে আনীত বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ১৯ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০৬ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ১৯ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (ড) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ডড) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(ডড) "শিশু" অর্থ শিশু আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৪ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (১৭) এ সংজ্ঞায়িত শিশু;" এবং

(খ) দফা (ঢ) এর প্রান্তস্থিত '।' দাঁড়ি চিহ্নের পরিবর্তে ';' সেমিকোলন চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ নূতন দফা (ণ) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(ণ) "স্থানীয় কর্তৃপক্ষ" অর্থ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৪৭) এ সংজ্ঞায়িত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ।"।

মূল্য : টাকা ৮·০০

৩। **২০০৬ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) তে উল্লিখিত "নাবালকের" শব্দের পরিবর্তে "শিশুর" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। **২০০৬ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৫ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) উপ-ধারা (৫)এর বিধান সাপেক্ষে, একজন চেয়ারম্যান এবং উভয়পক্ষ কর্তৃক মনোনীত দুইজন করিয়া মোট পাঁচজন সদস্য লইয়া গ্রাম আদালত গঠিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যেক পক্ষ কর্তৃক মনোনীত দুইজন সদস্যের মধ্যে একজন সদস্যকে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হইতে হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, তফসিলের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার সহিত কোন নারীর স্বার্থ জড়িত থাকিলে, সংশ্লিষ্ট পক্ষ সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে একজন নারীকে সদস্য হিসাবে মনোনয়ন প্রদান করিবেন।"; এবং

(খ) উপ-ধারা (৫)এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৫) এই ধারার অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সদস্য মনোনীত করা সম্ভব না হয়, তবে অনুরূপ সদস্য ব্যতিরেকেই গ্রাম আদালত গঠিত হইবে এবং উহা বৈধভাবে উহার কার্যক্রম চালাইতে পারিবে।"

৫। **২০০৬ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৬খ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬খ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "৩০ (ত্রিশ)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "১৫ (পনের)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। **২০০৬ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৬গ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬গ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "উপ-ধারা (২)"শব্দ, বন্ধনী ও সংখ্যার পরিবর্তে "উপ-ধারা (১)" শব্দ, বন্ধনী ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। **২০০৬ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৭ এর উপ-ধারা (১)এ উল্লিখিত "৭৫ (পঁচাত্তর) হাজার" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "৩ (তিন) লক্ষ" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। **২০০৬ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১)এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (১ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(১ক) চারজন সদস্যের উপস্থিতিতে গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত দুই-দুই (২:২) ভোটে অমীমাংসিত হইলে চেয়ারম্যান নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।"

৯। **২০০৬ সনের ১৯ নং আইনে নূতন ধারা ১৫ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১৫ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"১৫ক। **পক্ষভুক্তি।**—(১) গ্রাম আদালতে দেওয়ানী বিরোধ সংক্রান্ত মামলা চলাকালীন কোন পক্ষ মৃত্যুবরণ করিলে কিংবা তাহার অবর্তমানে সংশ্লিষ্ট পক্ষের মনোনীত ব্যক্তি অথবা বৈধ উত্তরাধিকারীগণ, নিজ উদ্যোগে বা গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্তক্রমে উক্ত মামলায় পক্ষভুক্ত হইতে পারিবেন।

(২) গ্রাম আদালতে ফৌজদারী বিরোধ সংক্রান্ত মামলা চলাকালীন আবেদনকারী মৃত্যুবরণ করিলে কিংবা তাহার অবর্তমানে আবেদনকারী পক্ষের মনোনীত ব্যক্তি অথবা বৈধ উত্তরাধিকারীগণ, নিজ উদ্যোগে বা গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্তক্রমে উক্ত মামলায় পক্ষভুক্ত হইতে পারিবেন।"।

১০। **২০০৬ সনের ১৯ নং আইনের তফসিল এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের তফসিল এর—

(ক) প্রথম অংশ: ফৌজদারী মামলাসমূহ এর—

(অ) ক্রমিক নং ৩, ৫, ৬ ও ৭ এ উল্লিখিত "৭৫ (পঁচাত্তর) হাজার" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "৩ (তিন) লক্ষ"সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(আ) ক্রমিক নং ৪ এ উল্লিখিত "৫০ (পঞ্চাশ) হাজার" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলির পরিবর্তে "৩ (তিন) লক্ষ" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) "দ্বিতীয় অংশ: দেওয়ানী মামলাসমূহ" এর পরিবর্তে নিম্নরূপ "দ্বিতীয় অংশ: দেওয়ানী মামলাসমূহ" প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"দ্বিতীয় অংশ: দেওয়ানী মামলাসমূহ

ক্রমিক নং	মামলার বিষয়	পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)
১।	কোন চুক্তি, রশিদ বা অন্য কোন দলিল মূলে প্রাপ্য অর্থ আদায়ের মামলা।	যখন দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ অথবা অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য অথবা অপরাধ সংশ্লিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির মূল্য অথবা বকেয়া ভরণপোষণের পরিমাণ অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা হয়।
২।	কোন অস্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার বা উহার মূল্য আদায়ের মামলা।	
৩।	স্থাবর সম্পত্তি বেদখল হওয়ার এক বৎসরের মধ্যে উহার দখল পুনরুদ্ধারের মামলা।	
৪।	কোন অস্থাবর সম্পত্তির জবর দখল বা ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়ের মামলা।	
৫।	গবাদি পশু অনধিকার প্রবেশের কারণে ক্ষতিপূরণের মামলা।	
৬।	কৃষি শ্রমিকদের পরিশোধ্য মজুরি ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের মামলা।	
৭।	কোন স্ত্রী কর্তৃক তাহার বকেয়া ভরণপোষণ আদায়ের মামলা। **ব্যাখ্যা।**—এই ক্রমিকে বর্ণিত বিধান অন্য যে কোন আইনে প্রদত্ত প্রতিকারের অতিরিক্ত হিসাবে গ্রাম আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তিযোগ্য হইবে এবং বলবৎ অন্য কোন আইনের এখতিয়ার খর্ব করিবে না।	

উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতি

পল্লী এলাকার স্থানীয় জনগণের ছোটখাটো বিরোধের দ্রুত ও সহজ নিষ্পত্তি সুবিধা নিশ্চিতকল্পে গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ প্রণীত হয়। পরবর্তীতে উক্ত অধ্যাদেশ রহিতপূর্বক সম্পূর্ণ নতুনভাবে গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ প্রণয়ন করা হইয়াছে এবং ২০১৩ সালে আইনের কতিপয় ধারা সংশোধন করা হইয়াছে।

সরকার প্রাতিষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার উপর চাপ হ্রাস করিতে এবং দরিদ্র ও অসহায় জনগণের ন্যায় বিচার সহজলভ্য ও দ্রুত নিশ্চিত করিবার জন্য ছোটখাটো বিরোধের ক্ষেত্রে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ধারণা ও প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে কাজে করিতেছে। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত গ্রাম আদালত একটি আধা-আনুষ্ঠানিক বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রামের জনসাধারণ, বিশেষ করে নারী, দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী, ছোটখাটো বিরোধ স্থানীয় পর্যায়ে গ্রাম আদালতের মাধ্যমে দ্রুত ও স্বল্প ব্যয়ে মীমাংসা করিবার সুযোগ পাইতেছে। গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এর সফল বাস্তবায়নকালে মাট পর্যায়ে কতিপয় সীমাবদ্ধতা অনুভূত হইয়াছে, যা ন্যায় বিচার প্রাপ্তির অভিগম্যতা সৃষ্টির চলমান প্রয়াসের পূর্ণ সফলতা লাভের অন্তরায়। তদ্‌প্রেক্ষিতে বলবৎ গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এর ৮টি ধারা সংশোধন ও নতুন ২টি ধারা সংযোজন এবং তফসিলে সংশোধনীর প্রস্তাব করা হইয়াছে।

এমতাবস্থায়, প্রস্তাবিত সংশোধনীসমূহের প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০২৪ প্রণয়ন করিবার জন্য গত ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ মন্ত্রিসভা কর্তৃক নীতিগত ও চূড়ান্তভাবে অনুমোদন লাভ করিয়াছে। বর্ণিত উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতি গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০২৪ শীর্ষক বিল মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হইল।

মোঃ তাজুল ইসলাম
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

কে, এম, আব্দুস সালাম
সিনিয়র সচিব।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd